মাননীয়,
মন্ত্রী মহোদয়
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিষয়ঃ আদালতের রায় অমান্য করে জগন্নাথপুর পৌরসভা কর্তৃক হয়রানির অভিযোগ।

দরকাস্থাকারীঃ প্রবাসী (ইউ.কে) মোঃ আব্দুল নেহার, পিতা- মৃত আবর আলী, সাং- করিমপুর, জগন্নাথপুর পৌরসভা, বর্তমান বাসা-সি/মার্কেট, কামাল এন্ড আকমল কমপ্লেক্স, উপজেলা- জগন্নাথপুর, জেলা- সুনামগঞ্জ।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর পৌরসভার ০৬ নং ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা। আমি একজন প্রবাসী ব্যক্তি আমার পূর্ব পুরুষ সহ আমার পরিবারের সবাই আওয়ামীলীগ করি। দীর্ঘদিন যাবৎ আমার মালিকানা ভূমিতে বাসা বাড়ী করে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করে আসছি। জগন্নাথপুরের সর্বপ্রথম কামাল কমিউনিটি সেন্টার, জগন্নাথপুর নামে পরিচিত। জগন্নাথপুরের সাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদ উক্ত কমিউনিটির স্টোর সেন্টার উদ্বোধন করেন। বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান পৌর মেয়র আক্তারুজ্জাম আক্তার বিএনপি যুব দলনেতা ৪নং ওয়ার্ডের বর্তমান কমিশনার কামাল হোসেন (চাচা-বাতিজা) মিলে আমার কেয়ার টেকারের কাছে ও আমি লন্ডন থাকাকালীন সময় ফোনে আমার কাছে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা দাবী করে। তারা বলেন সরকারি কিছু কাজ ড্রেইন টেন্ডার হয়েছে। আপনার মালিকানা ভূমি দিয়ে ড্রেইন নির্মাণ করব না। আপনার এই টাকা গুলো স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব ও ডিসিদের দিয়ে পারমিশন আনতে হবে। আমি টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তারা আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে চলে আসে। এর কিছুদিন পর চাচা ভাতিজা মিলে পরিকল্পিত ভাবে আমার ৬ নং ওয়ার্ডে প্রবেশ করিয়া আমার মালিকানা ভূমির উপর তিনটি পিলার ভাংচুর করে। বিগত ২০২১ সালে জগন্নাথপুর পৌরসভা কর্তৃক আমার মালিকানা ভূমির উপর দিয়ে জোর পূর্বক কোন প্রকার পরামর্শ না করে ড্রেইন নির্মাণ করার চেষ্টা করলে গত ০২/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আমি নিরুপায় হয়ে সুনামগঞ্জ সহকারী জজ আদালত, সুনামগঞ্জে স্বত্ত মামলা করি। ৩০/০৯/২০২১ ইং সালে আদালত ড্রেইন না হওয়ার জন্য ট্রে অর্ডার করেন। আদালতে আদেশ তোয়াক্কা না করে বৃদ্ধা আঙ্গুল দেখিয়ে ড্রেইন নির্মাণের কাজ করেন। গত ০২/০২/২০২২ ইং তারিখে পৌর মেয়রের নির্দেশে ০৬ নং ওয়ার্ডের মেয়র কৃষ্ণ চন্দ্র দেব তাহার লোকজন নিয়ে আমার ১০টি ষ্টীল স্লেপ ও ৬০ ফুট লম্বা লেট তুলে নিয়ে যায় যাহা বর্তমানে সুনামগঞ্জ জজ আদালতে মামলা চলমান মামলা নং- সি.আ-২৫/২২। জগন্নাথপুর জগন্নাথপুর পৌর সভার মেয়র, সচিব, প্রকৌশলীগণ নিম্ন তপশীল বর্ণিত নালিশা ভূমির উত্তরে উত্তরমূখী পাকা গেইট ভাঙ্গিয়া ফেলার হুমকি প্রদর্শন করে সে প্রেক্ষিতে আমি বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ বরাবরে স্বত্ত্ব মোকদ্দমা নং-২২১/২০২১ খ্রিঃ দায়ের করিলে ২০/০৪/২০২২ ইং সহকারী জজ আদালতের রায় আমার পক্ষে একতরফা রায় হয়। মেয়র, সচিব, প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদেশ প্রদান করা হয়। মামল রায় হওয়ার পর পৌর মেয়রও ৪নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে বিগত ০৯/০১/২০২৩ খ্রিঃ বিবাদীগণ বিজ্ঞ আদালতে বৈধ আদেশ অমান্য করিয়া জোরপূর্বক আমার সামনের তিনটি পিলার ভাঙ্গিয়া ক্ষতি সাধন করে। আমার পাঁচতলা বিল্ডিং ২২/০২/২০১১ ইং তারিখ পৌর কর্তৃপক্ষ থেকে পারমিশন নিয়ে বিল্ডিং নির্মাণ করি। বর্তমানে ০৩ তলা বিল্ডিংয়ের টিন সেট করার জন্য পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদনের জন্য দুটি পৃথক পৃথক আবেদন করি। ২৭/১২/২০২২ ইং আপনার সুপারিশকৃত পৌর মেয়রকে দিলে আমার আবেদন পৌর মেয়র অনুমোদন করেননি। ২৯/১২/২০২২ইং তারিখে জেলা প্রশাসককে আবেদন দিলে জেলা প্রশাসক মহোদয় পৌর মেয়রকে অনুমোদনের চিঠি দিলে কাজে আসেনি। তারা আমাকে ভয়ভীতি হুমকি প্রদর্শন করে। তারা আমার মত অনেক প্রবাসীদের কাছে এভাবে প্রতারণা করছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজ ইচ্ছামত মানুষের প্রতি যুলুম নির্যাতন করে আসছে। আমরা আওয়ামীলীগ করেও এই বিএনপি মেয়র ও কাউন্সিলরের কাজ থেকে হয়রানির শিকার হচ্ছি। আমি নিরুপায় হয়ে আপনার স্মরণাপন্ন হইলাম। আমি প্রবাসী হওয়ায় আমার প্রতি পৌর কর্তৃপক্ষ নির্যাতন চালাচ্ছেন। আমি নিরাপত্তহীনতায় ভূগছি। এ ব্যাপারে আমি ১২/০১/২০২৩ ইং তারিখে জগন্নাথপুর থানা অফিসার ইনচার্জ বরাবর অভিযোগ দায়ের করি। ১১/০১/২০২২ ইং জগন্নাথপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর অভিযোগ দায়ের করি। এমনকি জগন্নাথপুর প্রেসক্লাবে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় সাংবাদিকদের নিয়ে সাংবাদিকদের নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করি।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আবেদন উপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা পূর্ক আমাকে পৌর মেয়র কর্তৃক হয়রানি বন্ধ ও তাদের বিরদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে আপনার মর্জি হয়।

তারিখঃ 8/6/23

বিনীত

(মোঃ আব্দুল নেহার)
মোবাইলঃ ০১৭১২-২৪০০৫০